জসীমউদ্‌দীন

জসীমউদ্দীন

# উৎসর্গ

সুধাদি ও সুন্দরদির

করকমলে

উপহার

# সূচীপত্র


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| হাসু | ... | ... | ১ |
| আমার বাড়ী | ... | ... | ৪ |
| আলাপ | ... | ... | ৬ |
| ঠিকানা | ... | ... | ৮ |
| চিঠি | ... | ... | ১১ |
| উত্তর | ... | ... | ১৪ |
| হাসুর দুঃখ | ... | ... | ১৭ |
| দীপালির জন্মদিনে | ... | ... | ২২ |
| খুকীর সম্পত্তি | ... | ... | ২৬ |
| পালের নাও | ... | ... | ২৮ |
| পুতুল | ... | ... | ৩১ |
| খোকার আকাঙ্ক্ষা | ... | ... | ৩৪ |
| কেলাস ফোর | ... | ... | ৩৬ |
| বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায় | ... | ... | ৩৯ |
| ফুটবল খেলোয়াড় | ... | ... | ৪১ |
| বুবু-হারা | ... | ... | ৪৩ |

| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| শিশুর দুঃখ | ... | ... | ৪৫ |
| রাজপুত্তুর | ... | ... | ৪৮ |
| চাঁদের বোন উদয় তারা | ... | ... | ৫১ |
| কমলাবতী মেয়ে | ... | ... | ৫৪ |
| মামার বাড়ী | ... | ... | ৫৬ |
| খোকার বাড়ী | ... | ... | ৫৮ |
| পরির কবর | ... | ... | ৬১ |
| মাঙনের ছড়া | ... | ... | ৬৩ |
| গ্রামের ছড়া | ... | ... | ৬৬ |
| পলাতকা | ... | ... | ৭৪ |

হাস্নু একটি ছোট্ট মেয়ে
এদের মত—তাদের মত,
হেথায় সেথায় ছড়িয়ে আছে
খোকা-খুকু যেমনি শত।
নয় সে চাঁদের চাঁদকুমারী
তারার মালা গলায় প'রে,
চালায় না সে চাঁদের তরী
সারাটি রাত গগন ভ'রে।

রূপকথাতে ঠাঁই নাহি তার,
রূপে-আলো রাজার কনে,
গাছরা দোলায় ফুলের হাসি
ভাব করিতে তাহার সনে।

কাঁদলে পরে মুক্তো ঝরে,
হাসলে ঝরে মাণিকগুলো ;
চলতে পায়ের আলতাতে যায়
রঙীন হয়ে পথের ধূলো।
পাতালপুরীর আঁধার ঘরে
ঘুমিয়ে হাসে আর যে মেয়ে,
গড়িয়ে পড়ে চাঁদরা তাহার
হাতের পায়ের পরশ চেয়ে।

মাথার পরে কাল অজগর
পট-ফণাতে মাণিক জ্বেলে,
নিতুই তারে বাতাস করে
কখন দুলে' কখন হেলে' ;
এদের সাথে হাস্নুর সাথে
তুলনা ত হয়ই না ভাই,
তারে লয়ে জঁাক-জমকের
এমন কোন গল্পও নাই।

তবু তারে ভালই লাগে
চাঁদের দেশের চাঁদের মেয়ে—
শঙ্খমালা, চন্দ্রাবতী,
যখের কনে, সবার চেয়ে।

কারণ সে যে ওদের মত,
তাদের মত, সবার মত,
হেথায় সেথায় খোকা-খুকু
হাসে খেলে যেমনি শত।

অনেক তাহার পুতুল আছে,
খেলনা আছে, দোলনা আছে,
যেমনি আছে আমার কাছে,
তোমার কাছে, সবার কাছে।

তাই তাহারে আদর ক'রে
সব শিশুরে আদর করি,
শুনিয়ে তারে রূপকথা যে
সকল শিশুর পরাণ ভরি।
হেথায় সেথায় সকল খানে
আছে যারা হাস্থর মত,
ছড়িয়ে দিলাম তাদের তরে
আমার বাঁধা শোলোক যত!

আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে কর্‌তে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ীর গাছের কবরী কলা,
গামছা-বাঁধা দই।
আম-কাঁটালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।

চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব সুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি'
জড়িয়ে দেব বুকে।

গাই দোহনের শব্দ শুনি'
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় ল'য়ে
করব আমি খেলা।

আমার বাড়ী ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি,
কাজলা দীঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি'।

আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ,
মৌরী ফূলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

ঘুমপাড়ানী ঘুমের দেশে ঘুমিয়ে দু'টি আঁখি,
মুখেতে তার কে দিয়েছে চাঁদের হাসি মাখি'।
গা মেজেছে চাঁদের চুমোয়, হাতের মুঠোয় চাঁদ,
ঠোঁট দু'টিতে হাসির নদীর ভাঙবে বুঝি বাঁধ।
মাথায় কালো চুলের লহর পড়ছে এসে মুখে,
ঝাঁকে ঝাঁকে ভোমর যেন উড়ছে ফুলের বুকে।

এই খুকীটির সঙ্গে আমার আলাপ যদি হয়,
সাগর-পারের ঝিনুক হ'য়ে ভাসব সাগরময় ;
রঙীন পাখীর পালক হ'য়ে ঝরব বালুর চরে,
শঙ্খমোতির মালা হ'য়ে দুলব ঢেউএর 'পরে।
তবে আমি ছড়ার সুরে ছড়িয়ে যাব বায়,
তবে আমি মালা হ'য়ে জড়াব তার গায়।

এই খুকীটি আমায় যদি একটু আদর ক'রে
একটি ছোট কথা শোনায় ভালবাসায় ভ'রে ;
তবে আমি বেগুন গাছে টুনটুনীদের ঘরে
যত নাচন ছড়িয়ে আছে আনব হরণ ক'রে,
তবে আমি রূপকথারি রূপের নদী দিয়ে,
চ'লে যাব সাত-সাগরে রতনমাণিক নিয়ে ;
তবে আমি আদর হ'য়ে জড়াব তা'র গায়,
নূপুর হয়ে ঝুমুর ঝুমুর বাজব দুটি পায়।
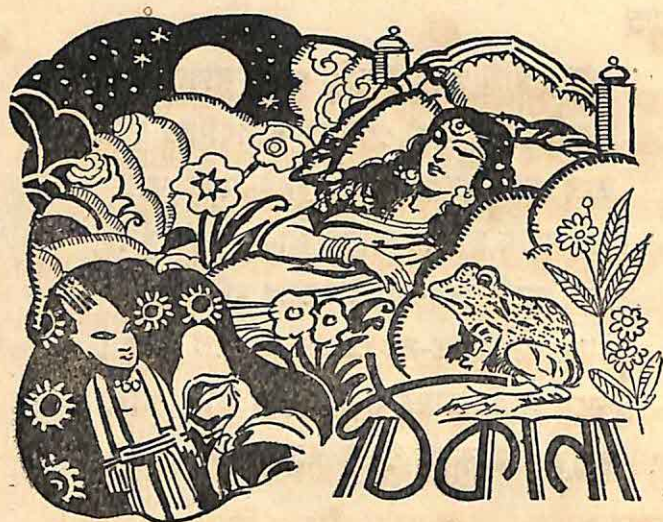
ঠিকানাটা লিখে দিলুম ভাই-বোনেরা খবর নিও,
কেমন থাকে পুতুলগুলো লিখে আমায় পত্র দিও।
ঘুমপাড়ানী মাসী পুতুল, সেই যে কেবল ঘুমিয়ে থাকে,
রাতের বেলা তোমাদের ভাই চোখে ঘুমের আঁজন আঁকে।
তাহার কথা জানিও মোরে, আর যে পুতুল চাঁদের পিসী,
—বুড়ো বটের মাসতুতো বোন, দাঁতে কেবল ডলছে মিসি;
এদের কথা লিখোই মোরে, দুঃ ছাই মোর কেবল যে ভুল,
আকাশপুরীর রাজকন্যে আহার করেন দোপাটি ফুল।

রেশমী মেঘের চাদর গায়ে তারার মালা গলায় দোলে,
তবু তাহার মন উঠে না চাঁদের কুসুম ছিঁড়বে ব'লে;
পাতালপুরীর রাজকন্যে নিদ্-মহলায় ঘুমিয়ে থাকে,
সিপাই-সেনা সব শুয়েছে কেউ না হাঁকে কেউ না ডাকে।

নরম গরম বাতাস বহে, কখন আলো কখন আঁধার
সেই নীরবের মধ্যে যেন থেকে থেকে কাটছে সাঁতার।
এ সব কথা চিঠির গায়ে লিখতে যদি হয় কভু ভুল,
ব'লে রাখছি কাঁদব আমি ভাঙব মাথা ছিঁড়ব যে চুল।

তোমাদের যে ঘর-সংসার, নানা কাজের হট্টগোলে,—
পৈতে, বিয়ে, অন্নপ্রাশন এসব ধ'রে সময় চলে।
তা হ'লে কি লক্ষ্মীরা সব, মাঝে মাঝে খবর নিও,
কেমন থাকে বিড়াল-ছানা আমায় লিখে পত্র দিও।
কুকুর-ছানা ঘুমায় রাতে, দুষ্টু ইঁদুর পালায় কোথা,
ক'বার কাঁদেন ব্যাঙের পিসী, লিখো আমায় সকল কথা।
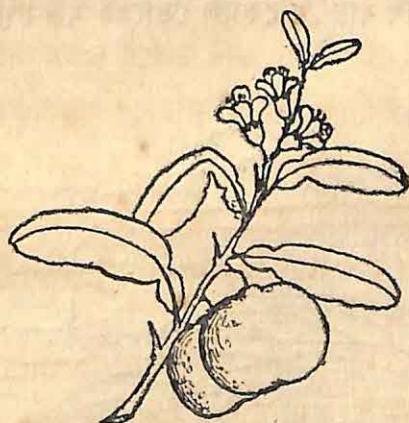
তোমাদের ঐ ডালিম গাছে কখন হবে ফুলের কুঁড়ি ;
দোলনা বেঁধে দুলবে যখন গায়ে তা কে মারবে ছুড়ি।

তোমাদের যে দুধাল গরু আর যে তাহার ছোট্ট বাছুর,
সবার কথাই লিখো যেন, বাদ না রহে কোন কিছুর।
কি বলছিলে ?—ঠিকানাটা ! এই রসো ভাই দিচ্ছি ব'লে,
বাড়ী আমার গল্প দেশের কল্প-নদীর তটের কোলে।
সেখানে ভাই ছোট্ট খোকা, ঠ্যাং ভাঙিলে আরশুলাটার,
চোখের জলে বক্ষ ভাসায়,—ঘর বেঁধেছি কাঁদনে তা'র ।
ঝড়ের শেষে পথের ধারে দেখে মরা পাখীর ছানা
যে খুকীটি কেঁদে আকুল সারাটা দিন খায় না খানা ;
জড়ি বড়ি ওষুধ বেঁটে চায় তাহারে বাঁচিয়ে দিতে,
আমার ছোট আবাসখানি দেখতে পাবে সেখানটিতে ।
সেখানে ভাই সূয্যি উঠে, রাতে চাঁদের পিদীম জ্বলে,
দেখা সে সব যায় যে কেবল তোদের মত চক্ষু হ'লে ।
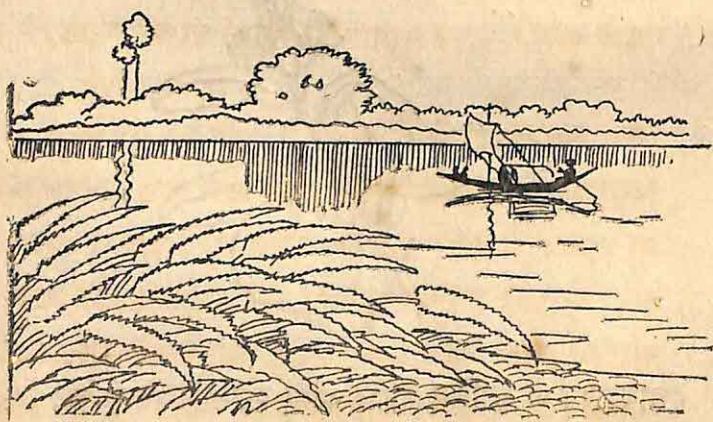
সোনার খুকু, তোমার কাছে চিঠিতে যে লিখি ভাই,
এত ক'রে ভাবছি ব'সে, কূল-কিনারা কিচ্ছু না পাই।
আমি কি, আজ লিখেই দেব, আমাদের যে বেগুনগাছে,
ছোট একটি খড়ের বাসায় টুনটুনীরা সুখেই আছে,
—সুখেই আছে ;
কিন্তু সদাই ভয়ও মনে ডিম দুটি কেউ লয় বা পাছে।
বিড়াল-ছানা কাঁদছে খালি, দাও এনে তায় নেংটী-ইঁদুর ;
মা বলেছে কালকে দেবে, এইটুকু তা'র হয় না সবুর।
বুড়ো ব্যাঙের পিসে-মশায় আবার নাকি করবে বিয়ে,
ব্যাঙের দেশে দিন-রাত্তির বসছে সভা ইহাই নিয়ে !
শিয়াল গেছেন শ্বশুর-বাড়ী 'মাছের খালুই' মাথায় প'রে,
শিয়ালের বৌ তাগ্‌-ধিনা-ধিন্‌ নাচছে গাঁয়ের পথটি ধ'রে।

আর শোন বোন, আজকে দেখি, আমাদের সেই বাঘার সনে
ঘোষের বাড়ীর খেঁকী কুকুর বলছে কথা সংগোপনে।

এ-সব কি আজ লিখব তোমায় ? না না এ যে ঘরের ব্যাপার,
যেথায় সেথায় বললে পরে গোপন কিছু থাকবে না আর।
যদি বা তা টের পেয়ে যায় বুড়ো ব্যাঙের পিসে-মশায়,
উপদেশের বৃষ্টি-শিলা বইতে হবে শূন্য মাথায়।
শুন্‌লে ইহা শিয়াল মামা হয়ত রেগে মামীর কাছে,
ব'লে দেবেন,—ভাগ্নে তোমার একেবারে গোল্লা গ্যাছে।
তাইতে অতি ভয়ে ভয়ে চিঠি-গায়ে লিখনু দাঁড়ি,
উত্তরটা লিখতে তুমি করবে কিন্তু তাড়াতাড়ি !

আর যদি তা নাই বা কর, জোর অভিশাপ এমিন হবে,
নাকের জলে চোখের জলে পরিণামটা বুঝবে তবে।
চিঠির জবাব না যদি দাও, হবুদের ওই পেয়ারাগাছে,
দেখবে তুমি টুক্ টুক্ টুক্ পাকা ফলটা ঝুলতে আছে;
হে ভগবান্ এই যেন হয়, যখন তুমি পাড়তে যাবে,
মিন্নু কিম্বা অনু এরা যে কেহ তা কুড়িয়ে পাবে।
চিঠির জবাব না যদি দাও, তোমার যেন জাগার আগে,
পাড়ার সবাই ফুলগুলিরে কুড়িয়ে নে' যায় যা'র যা' লাগে।

তোমার যে সেই ছোট্ট পুতুল তাহার যেন বর না মেলে,
তোমার যেন চুলের কাঁটা হারিয়ে যায় খেলতে গেলে।
যেন তোমার চক্ষে ঢোকে বড়াই-বুড়ী মন্ত্র-বলে—
যেন তাহা যায় না তোলা খেপ্‌লা জেলের জাল না হ'লে।

দিদিমণি লক্ষ্মীটি বোন !   তোমার ছোট পত্রখানা,
ভীরু হাতের আঁকা-বাঁকা ছবির মত আঁখর টানা।
যত্ন সহ লাইন টেনে তাহার সরু গলির মাঝে,
আখরগুলো বসিয়ে গেছ ছোট-বড় নানান সাজে।
পোষ-না-মানা মেষের মত রেখার বেড়া ডিঙিয়ে তা'রা,
পরের ক্ষেতের ধান খেতে যায় একটু যেন পেলেই ছাড়া।

ছোট তোমার পত্রখানি, অনেক কথা লিখতে নার,
যা পার বা তাও লেখনি, হয়ত লেখার ছিল আরও।
তবু তোমার পত্রখানা প'ড়ে যে আজ ফুরোয় না বোন,
যতই পড়ি নতুন ক'রে লাগছে আবার মনের মতন।

গাছের ছায়ায় ছোট্ট বাড়ী, গলাগলি কয়খানা ঘর,
হেসে খেলে একটি খুকী সারাটা দিন করছে মুখর।
গা' ভরি তার মায়ের আদর দিদির আদর উছলে পড়ে,
হাতে পায়ে কপালে তার চাঁদের চুমো কেবল ঝরে।
সেই খুকীরে দেখছি যেন তোমার ছোট পত্র ভরি,
সেই খুকী আজ মারছে উঁকি চিঠির বাঁকা আখর ধরি।
তাহার সাথে আলাপ হ'ল, সেই ত সেদিন পড়ছে মনে,
ইচ্ছে হ'ল পুতুল ল'য়ে বেড়াই খেলে তাহার সনে।
ইচ্ছে হ'ল রঙীন তাহার ছড়ার বহির পাতার ফাঁকে,
লুকিয়ে থেকে রঙীন কথা নিতুই ডেকে শুনাই তাকে।
ইচ্ছে হ'ল তাহার তরে রূপকথা যে নিজেই হ'য়ে,
সাজিয়ে মোর সপ্তডিঙা সাত সাগরে যাইগে ল'য়ে।
লবণ-সাগর পার হইয়া ক্ষীর-সাগরের অপর পারে,
লোহিত সাগর দুলছে ঢেউয়ে লোহিত বরণ ফেনার হারে।

সেথায় একটি সোনার কমল, তারির 'পরে আসন মেলে,
ব'সে আছেন সোনার মেয়ে রঙীন জলে চরণ ফেলে।
তারির রাঙা অধর হ'তে পড়ছে ঝ'রে রঙীন হাসি,
জলের উপর রক্তশালুক দলে দলে যাচ্ছে ভাসি।
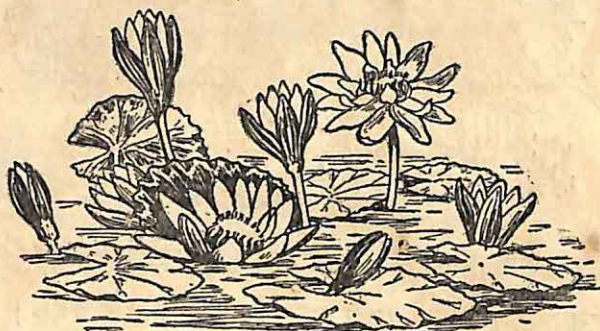
ইচ্ছে হ'ল এমনি'তর রূপকথাতে যাই ছড়িয়ে,
ছোট্ট খুকীর মনের মত রূপকথাতে যাই রঙিয়ে।
ডেকে তারে কইনু আমি, "সোনার খুকী! তোমার সনে,
আলাপ হ'ল আমার যে তাই বড়ই ভাল লাগছে মনে।
আমার যে আজ ইচ্ছে করে—আকাশ ভ'রে উড়াই ঘুড়ি,
ইচ্ছে করে টুনটুনীদের পাখনা ধ'রে কেবল ঘুরি।
তোমার সনে আলাপ হ'ল, হচ্ছে মনে আকাশ গিয়ে,
তারা ফুলের গুচ্ছগুলো আনন্তু পেড়ে আঁকশি দিয়ে।"
সেই খুকী আজ আমার কাছে লিখেছে তার ছোট্ট চিঠি—
তাহার মিঠে কথার মত আখরগুলো বড়ই মিঠি।
এই চিঠি আজ কোথায় রাখি, মাথায় ক'রে নাচব নাকি,
সুর ক'রে আজ পড়ব কিরে মোদের পাড়ার সবায় ডাকি!

---

মুখটি হাসুর বেজায় ভারি, জল ঝরিছে দু'চোখ বে'য়ে,
ছোট্ট মেয়ের কি হ'ল আজ বুঝতে নারি কি দুখ পেয়ে।
নায়ও-না'ক খায়ও-না'ক কি যেন তার হয়েছে আজ,
বেড়াবে না খেলাবে না সাঁঝের বেলা করবে না সাজ।
মা বলিল, "লক্ষীমণি, কি হ'ল তোর বল্ না মোরে,
খেলতে গেলে রুক্ষ কথা ব'লেছে কেউ আজকে তোরে?"

বাবা বলেন, "নতুন কাপড় দেখে এলি কাদের বাড়ী,
বল্ না কেন এক্ষুণি তা দিচ্ছি এনে তাড়াতাড়ি।"
হাসু কেবল চেয়েই থাকে কয় না কথা দেয় না সাড়া,
রাঙা তাহার মুখটি বেয়ে জল যে ঝরে বাঁধন ছাড়া।

"লক্ষ্মী আমার" মা ডেকে কয় "আজকে তোমার চুল-
গুলিরে,
সাত চম্পা ফুলেল-খোঁপায় সাজিয়ে দেব চিরন চিরে।
শেষরাতে আজ জেগেই মোরা ধরব দু-জন জ্যোছনা পাখী,
দেব তাহার তুলট মেঘের নরম ডানায় শিশির মাখি।
ফুলের ছলে চাঁদের চুমো আনব ছিঁড়ে আঁকশি দিয়ে,
শেষরাতে আজ অনেক খেলা খেলব আমি তোমায় নিয়ে।"

এতেও হাস্নুর মন উঠে না, বাবা বলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে,
সোনা-রূপার অলঙ্কারে গা-টি তোমার ফেলব ছেয়ে ;
গলায় দেব মতির মালা, অগ্নিপাটের কিনব শাড়ী ;
সাঁঝ গগনের মেঘ-কুমারী ফিরবে রঙের আঁচল নাড়ি।"
দাদা বলেন, "বোনটি তোরে নিয়ে যাব মামার দেশে,
আম-কাঁটালের বনে যেথায় সূর্য্যমামা বসেন হেসে।"
হাস্নু কেবল চেয়েই থাকে কয় না কথা দেয় না সাড়া,
রাঙা তাহার মুখটি বেয়ে জল যে ঝরে বাঁধন ছাড়া।
পাড়ার লোকে ব্যস্ত বড় চাকর-দাসী তাহার দ্বিগুণ,
হাস্নুরাণীর কি হ'ল আজ ভূত-পেরেতে করল কি গুণ!
"ওঝা ডাক—বদ্যি ডাক" রামার পিসী শ্যামার মাসী
ছোট তাদের উঠান পরে দলে দলে বসল আসি।

রামশঙ্কর বৈদ্য এলেন, সঙ্গে এলো বড়ির বোঝা,
অনুপানের গন্ধমাদন মাথায় লয়ে এলেন সোজা।

শিমুলের ছাল, জন্তীপাতা, শিয়ালকাঁটা, হাড়ের মালা,
কোন কিছুই রইল না বাদ, এলো সকল পালায় পালা ;
তাহার সাথে তেরেক্কে জ্বর, পেরেক্কে জ্বর, জ্বর মহাজ্বর
কিড়িমিড়ি জ্বরের সাথে এলো করি কড়-মড়ামড় ।
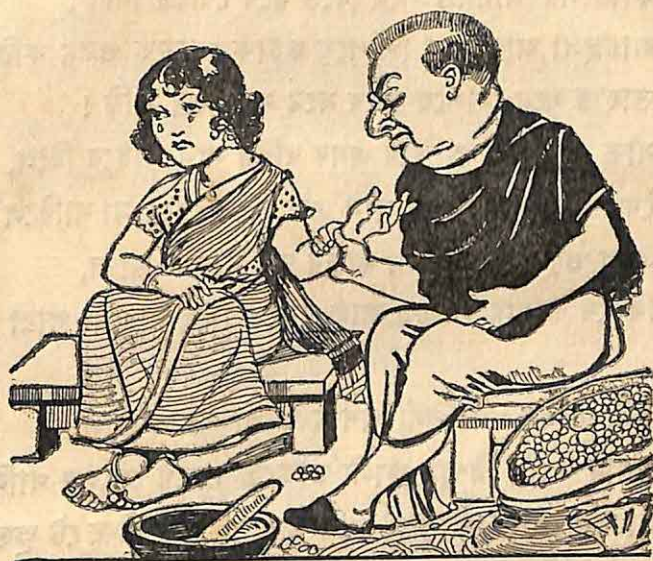
সেরেক খানেক নস্য ঠেলে সরু নাকের যুগল দড়ে
রামশঙ্কর বৈদ্য দেখেন হাস্নুরাণীর হাতটি ধ'রে ;
ঘণ্টা খানেক চক্ষু বুঁজে যেন তিনি গেলেন উড়ে,
না-কাড়া-জ্বর দো-কাড়া-জ্বর ইত্যিআদি রোগের পুরে ।
হয়ত তিনি জোর-কাঁপুনি ঘোর-কাঁপুনি জ্বরের সনে,
অনেক কথাই বলেছিলেন কিন্তু তাহা মনে মনে ।

তারপরেতে চোখ মেলিয়া অনেক খোঁজা-খুঁজির পরে
ছোট একটি সবুজ বড়ি দিলেন হাস্নুর পিতার করে।

বাঘের ডিম আর সাপের উকুন বাদুড়ের ডিম এক করিয়া,
কাঁটালের আমসত্ত সনে দিতে হবে রৌদ্রে নিয়া ;
আরস্থলা আর লাল পিঁপড়ে ছটাক খানেক ওজন করি,
তাহার সনে মিশিয়ে দেবে মনে মনে মন্ত্র পড়ি !
সাত আট দিন শুকিয়ে এসব বড়ির সনে খাইয়ে দিলে,
বৈদ্য তাহার বদলাবে নাম এক দিনে রোগ না সারিলে।
এসব ওষুধ হ'ল আনা, হাস্নুর তবু নাইক সাড়া,
কি যে তাহার হয়েছে আজ বুঝতে কিছু যায় না পারা।

ওঝা এলেন গঙ্গাপিসী শ্মশান কালী মশান কালী
ঈশান কালী বিশান কালী ডাকতে লেগে গেলেন খালি।
ডাকের চোটে পালিয়ে গেল উদ্দযুটে ভূত বিদ্দযুটে ভূত,
ওলই চণ্ডী পোলই চণ্ডী পালিয়ে গেল ফুরুৎ ফুরুৎ।
পালিয়ে গেল পিশাচ-দানা শ্মশান-ঘাটের শ্যাওড়া গাছে,
তিরিক্ষা আর পিরিক্ষা ভূত গেলেন তাহার একটু পাছে।
তবু মেয়ের রোগ সারে না, কয় না কথা দেয় না সাড়া,
রাঙা তাহার মুখটি বেয়ে জল যে ঝরে বাঁধন ছাড়া।
এমন সময় ওই গাঁ হ'তে অনু এসে বলল তারে,
"এসো না কেন হাস্নুদিদি, খেলি গে ঐ বনের ধারে।

হ্যাঁ ভাই তোমার পুতুলটিকে দেবে একটু আমার কোলে ?
খানিক তারে আদর করেই যাব আমি আজকে চলে।
আসতে পথে পেয়ে গেলুম অনেকগুলো দোপাটি ফুল,
ইচ্ছে করে এসব দিয়ে সাজিয়ে দিই ছোট্ট পুতুল।"

শুনে হাস্নুর দু' চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল যে ঝরে,
অনু বলে, "কি হলো তোর হাস্নুদিদি বল না মোরে।"
অনেক চোখের জল মিশিয়ে বলল হাস্নু তাহার কাছে,
"দুখের কথা বলব কি বোন, পুতুলটি মোর ভেঙে গ্যাছে।"

# দীপালির জন্মদিনে
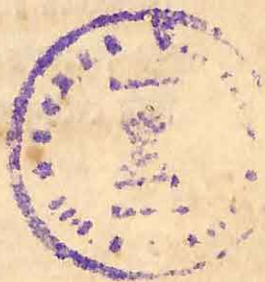
জন্মদিনে দীপালি তার মামার বাড়ী থেকে
নানান মজার জিনিস পেলো দেখতে যাবে কে কে ?
তিন মামা তার পাঠিয়ে দেছে তিনটি মোড়ক ভরি,
অনেক রকম মজার জিনিস অনেক যতন করি।
হাবলু এলো ভেবলু এলো বাদসা এলো ধেয়ে,
পাড়ার ছোট শিশুর দলে ফেল্‌ল বাড়ী ছেয়ে।

কি পাঠাল ঐ মোড়কে এই মোড়কে আর,
কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা খোলে ভেবে না পায় পার।
লাল হলুদ আর জরদা রঙের তিনটি মোড়ক ভরি,
কি র'য়েছে দীপালি তা বলবে কেমন করি ?
বড়-মামা মস্ত মানুষ, হাঁটেন টাকার 'পরে,
তিনি দেছেন অনেক জিনিস রাঙা মোড়ক ভ'রে।

আগে ভাগেই সেইটে খুলি, হো হো রে তা'র মাঝে,
ব'সে আছেন কাঠ-বিড়ালী নতুন বধূর সাজে ;
ছেলের দলে উঠল হাসি, দীপালি কয় সবে,
"বড়-মামার সঙ্গে কথা ব'লব না আর তবে।
মেঝলা-মামা সোনার মামা, রঙিন মোড়ক ভরি
দেছেন তিনি খেলনা বহু বলছি শপথ করি।"

এই বলে সে খুলেই দেখে তাহার থেকে হায়,
তিন চারটে নেংটী ইঁদুর পালিয়ে যেতে চায়।

"মেঝলা-মামা ছাই মামা মোর—ছোট মামার মত,
অমন মামা পাবেই না'ক খুঁজবে যেথা যত।
ছোট মামা মোড়ক ভ'রে পাঠিয়ে দেছেন যাহা,
হাসিস্‌নে ভাই, চক্ষে তোরা দেখিস্‌নিক তাহা।"
এই বলিয়া যেই খুলেছে ছোট্ট মোড়ক তা'র,
তিন চারটে আরশুলা পোক যাচ্ছে হয়ে বা'র।

ছেলের দলে এবার যেন লাগল হাসির-ঢিল,
হেসে হেসে সবার দাঁতেই লাগল যেন খিল।
হায় দীপালি, লোক হাসালি তিন তিনটে মামা
পাঠিয়ে দেছেন ইঁদুর বিড়াল কাঁদন তাদের থামা।
বিড়াল কাঁদে, ইঁদুর কাঁদে, কাঁদে যে আরশুলা,
সঙ্গে তাহার ফিরছে হেসে পাড়ার ছেলেগুলা।

দীপালি আজ কোথায় যাবে জন্মদিনে তার,
তিন তিনটে মামা তাহার করল কি কারবার!
বিড়াল বলে, ইঁদুর খাব, ইঁদুর বলে, দিদি
আরশুলাদের দাও ভেজে ভাই, লাগছে বড় খিদি।
এ'কে দেখলে ও কেঁদে যায় ওর দিকেতে যবে,
দিচ্ছে নজর আরেক জনে কাঁদছে ভীষণ রবে।

বল্লে তখন দীপালি তার খত্ দিয়ে নিজ নাকে,
মামা-বাড়ীর গরব সে আর করবে না কার' আগে।
ছেলেরা কি সে-সব শোনে, ছড়ায় ছড়া ধরি'
দীপালিরে খেপিয়ে বেড়ায় সকল গেরাম ভরি'।
হায় দীপালি লোক হাসালি, তিন তিনটে মামা
জন্মদিনে পাঠিয়ে দেছে উপহারের ধামা।

শিউলী নামের খুকীর সনে আলাপ আমার অনেক
দিনের থেকে,
হাসিখুসী মিষ্টি মিশি অনেক কথা কই যে তারে ডেকে।
সেদিন তারে কইনু, "খুকী! কি কি জিনিস কও ত
তোমার আছে?"
সগৌরবে বলল, অনেক—অনেক কিছু আছে তাহার
কাছে;
সাত্‌টা ভাঙা পেন্সিল আর নীল বরণের ভাঙা দু'খান্ কাচ,
মার্‌বেল আছে তিনটে তাহার কড়ি আছে গণ্ডা ছ' কি
পাঁচ।

ডলি পুতুল, মিনি পুতুল, কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল আর—
পুঁতির মালা রঙীন ঝিনুক আরও অনেক খেলনা আছে
তার।
আছে তাহার পাতার বাঁশী, টিনের উনুন, শোলার
পাখীর ছা,
সাতটা আছে ঝুমঝুমি তার আর আছে তার একটি
খেলার মা।

আমি বলি, "ছোট্ট খুকী, এত জিনিস, শোলার পাখীর ছা,
পুঁতির মালা, রঙীন ঝিনুক তেমনি আছে তোমার একটি
মা!"
ঘাড় বাঁকিয়ে বলল খুকী, "নিশ্চয়ই ত, বিশ্বাস না হয়
বাড়ী যেয়ে এক্ষুনই ভাই গণতি করে দেখবে মনে লয়।"
আমি কইনু, "না না খুকী! সকল কথা সত্যি তোমার
বোন,
কাচের টুক্‌রো খেলনা পুতুল এমনি তোমার মাও যে
একজন।"

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
ঘরে আছে ছোট বোন্‌টি তারে নিয়ে যাও।
কপিল-সারি গাইয়ের দুধ যেয়ো পান ক'রে,
কৌটা ভরি সিঁদূর দেব কপালটি ভ'রে!
গুরার গায়ে ফুল চন্দন দেব ঘ'ষে ঘ'সে,
মামা-বাড়ীর বলব কথা—শুনো ব'সে ব'সে!

কে যাওরে পাল-ভরে কোন্ দেশে ঘর,
পাছানায়ে ব'সে আছে কোন্ সওদাগর ?
কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়ে হিরে ফুল ঝরে!
কোন্ দেশে হিরামন্ পাখী বাস করে!

কোন্ দেশে রাজ-কনে খালি ঘুম যায়,
ঘুম যায় আর হাসে হিম্-সিম্ বায়।
সেই দেশে যাব আমি কিছু নাহি চাই,
ছোট মোর বোন্‌টিরে যদি সাথে পাই।
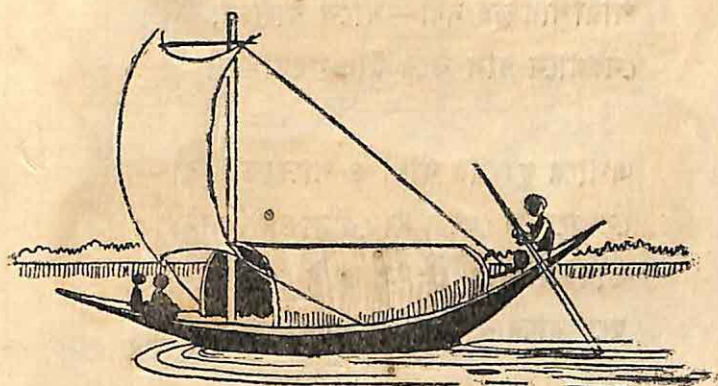
পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
তোমার যে পালে নাচে ফুলঝুরি বাও।
তোমার যে না'র ছই আবের ঢাকনী,
ঝল্‌মল্ জ্বলিতেছে সোনার বাঁধনী।
সোনার না বাঁধন্ রে তার গোড়ে গোড়ে,
হিরামন্ পক্ষীর লাল পাখা ওড়ে।
তারপর ওড়ে রে ঝালরের ছাতি,
ঝল্‌মল্ জলে জ্বলে রতনের বাতি।
এই নাও বেয়ে যায় কোন্ সওদাগর,
ক'য়ে যাও—ক'য়ে যাও, কোন্ দেশে ঘর ?

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও—
ঘরে আছে ছোট বোন্ তারে নিয়ে যাও।
যেনা গাঙে সাত ধার করে গলাগলি,
সেথা বাস কূহেলার—লোকে গেছে বলি।
পারাপার তুই নদী—মাঝে বালুচর,
সেইখানে বাস করে চাঁদ-সওদাগর।

এপারে ধুতুমের বাসা ও-পারেতে টিয়া—
সেখানেতে যেয়ো না রে নাওখানি নিয়া।
ভাইটাল গাঙ্ দোলে ভাটী গেঁয়ো সোতে,
হবে নারে নাও বাওয়া সেথা কোন মতে।

পুতুল, তুমি পুতুল ওগো ! কাদের খেলা-ঘরের ছোট খুকু,
কাদের ঘরের ময়না পাখি ! সোহাগ-করা কাদের
আদরটুকু ।
কার আঁচলের মাণিক তুমি ! কার চোখেতে কাজললতা
হ'য়ে,
এসেছ এই সোনার দেশে রামধনুকের রঙের হাসি ল'য়ে ।
ভোর বেলাকার শিশির তুমি কে রেখেছে শিউলী ফুলের
পরে,
খোকা ভোরের হাসিখানি কে রেখেছে পদ্ম পাতায় ধ'রে ।

পুতুল ! তুমি মাটির পুতুল ! নানাজনের স্নেহের অত্যাচার,
হাসিমুখে সইতে পার আপনপরের তাই ধার না ধার ।

তাই ত তুমি পুতুল লয়ে সারাটা দিন খেলাও খেলাঘরে,
তুমি পুতুল, তাই ত পুতুল খেলার সাথী তোমার স্নেহের তরে।

পুতুল ! আমার সোনার পুতুল ! আমি পুতুল হব তোমার বরে,
তুমি হবে আমার পুতুল সারাটা দিন কাটবে আদর ক'রে।

তোমায় আমি চাঁদ বলিব, জ্যোছ্না দিয়ে মুছিয়ে দিও মুখ,
তোমায় আমি বলব মাণিক, মালা হ'য়ে জুড়িয়ে দিও বুক।
তুমি আমার উদয়-তারা হাতে পায়ে জ্বলবে সোনার ফুল,
তুমি আমার রূপের সাগর রূপকথা যার খুঁজে না পায় কূল।
আমি তোমার কি হব ভাই? পুতুল! আমার রাঙা
পুতুল-খুকু,
ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসীর ঘুমের দেশের ঘুম-ঘুমুনীটুকু।

গাড়ী ঘোড়ায় চড়ব ব'লে পড়ব না মা বই,
কি হবে আর আমি যদি মস্ত ধনী হই।
এই ত মোদের বাসার ধারে রায় বাবুদের বাড়ী,
উচ্চ তাহার চূড়ো যেন ফেলবে আকাশ ফাড়ি ;
আড়ালে তা'র মোদের ঘরে বাতাস নাহি আসে,
মোদের দোরে রবির আলো কখন নাহি হাসে।
চারধারেতে পাঁচিল বেঁধে সুখে আছেন তাঁরা,
শুনতে না পায় মোদের মত দুখীর বেদন-ধারা।

বিদ্বে হ'লে কিনব না মা মস্ত জুড়ি গাড়ী,
চলব নাক' মোটর হেঁকে পথের ধূলো নাড়ি,

রাস্তা দিয়ে যায় ছুটে মা বড়লোকের দল,
উড়িয়ে ধূঁয়ো ছড়িয়ে ধূলো করিয়ে কোলাহল।
আমরা ধূলোয় হই যে ধূসর খেয়াল নাহি তায়,
পথের কাদা ছিটিয়ে চলে মোদের সারা গায়।
চাকার তলায় পিশছে মানুষ, হানছে আঘাত গায়,
ছোটলোকের কান্না ওদের কি-ই বা আসে যায়!

লেখাপড়া শিখব মাগো, কিনব নাক' গাড়ী,
গড়ব নাক' মস্ত বড় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী।
সবার সাথে মিশব র'লে থাকব সবার সনে,
গাছের তলে ঘর বাঁধিয়া মিলব যে ভাই-বোনে।
সবার সুখে হাসব আমি কাঁদব সবার দুখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে।
আমার বাড়ীর ফুল-বাগিচা, ফুল সকলের হবে,
আমার ঘরে মাটীর প্রদীপ আলোক দিবে সবে।
আমার বাড়ী বাজবে বাঁশী সবার বাড়ী সুর,
আমার বাড়ী সবার বাড়ী রইবে নাক' দূর।

সোনামণি বোনটি আমার, রাগ করেছ বুঝতে পেলাম,
চিঠির জবাব দেইনি, তবু সইতে রাজী নই এ কুনাম।
এখন ত আর বোনটি তুমি নয়ক' যে সে লোকের মত,
কেলাস ফোরে প'ড়ছ তুমি বড় বড় কেতাব কত।
এখন কি আর আগের মত এমন যেমন তেমন ক'রে,
চিঠি তোমায় যায় লেখা বোন বুকের পাটায় সাহস ধ'রে!

প্রথমেই ত শিরোনামায় পড়েছি এক মস্ত গোলে,
শ্রীল কিম্বা শ্রীযুত লিখি মন দোলে এই নাগর-দোলে।
প'ড়ছ তুমি কেলাস ফোরে, সমীহ তায় যতই করি,
ততই আমার চিঠির মাঝে ভুল ত্রুটী সব উঠ্‌ছে ভরি।
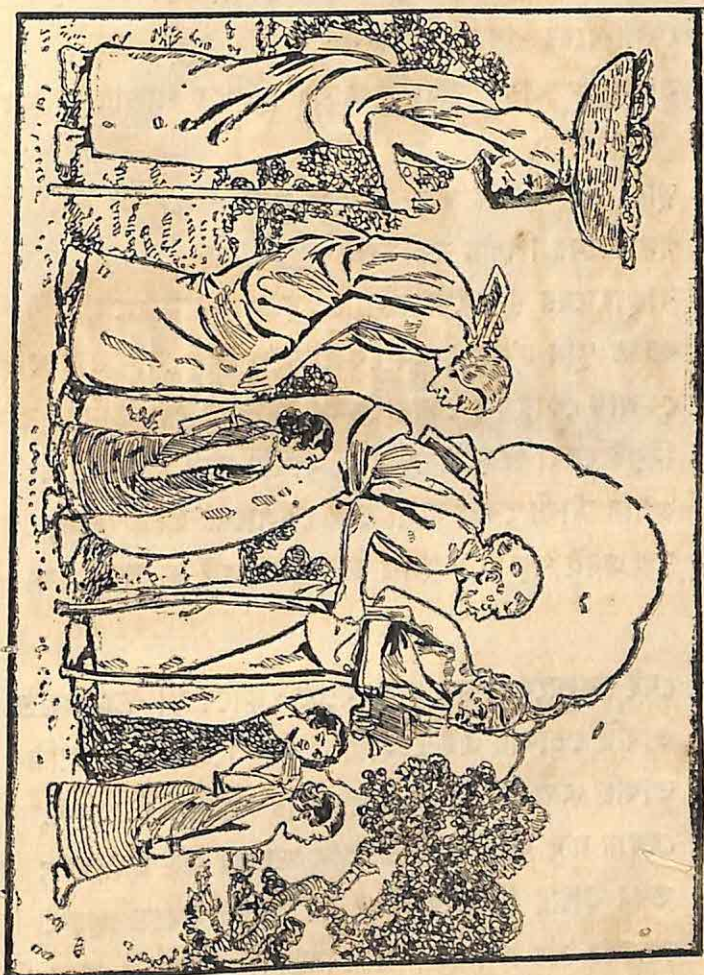
কেলাস ফোর

এখন তুমি নও তো খুকী, হ'য়েছ যে অনেক বড়,
প্রমাণ তাহার, কারণ তুমি এখন কেলাস ফোরে পড়।
খেলা-ঘরের পুতুল-খেলার নও ত তুমি পুতুল মেয়ে,
সাজে কি আর পুতুল বিয়ের বর খুঁজিতে পাড়ায় যেয়ে?

তুমি এখন অনেক বড়—তাহার মানে অ-নে-ক বড়,
গঙ্গারামের পিসীর মত দাঁত কড়মড় নড়-নড়।
বাঞ্ছারামের খুড়ি যেমন লাঠি ঠক্‌ঠক্ চলছে পথে,
হয় ত তুমি চ'লছ যেমন কেলাস ফোরের সোনার রথে।
কেলাস ফোর কি যেমন তেমন, আত্মারামের ঠান্‌দি বামা,
নিতুই সেথা প'ড়তে যে যায়, মাথায় লয়ে ঘুঁটের ধামা।
জগার আঁজী নেত্যকালী সেই কেলাসের ছাত্রী ভাল,
যত জনই পড়ুক পাড়ায় তার মত কেউ না জমকালো।

সেই কেলাসে প'ড়ছ তুমি, ঘরের কোণে জ্বালিয়ে বাতি,
ভাবছি তোমার এই চেহারা এখন বাজে একটা রাতি।
ভাবছি এবং কাঁপছি ভয়ে তোমার পড়ার সঙ্গীরা সব,
হেথায় যদি হয় গো উদয় শুনি আমার এই সুধাস্তব;
তখন উপায় কি হবে মোর এই সমস্যা করতে পূরণ,
আজের মত বোনটি নিলাম বিছানা ও লেপের স্মরণ।

---

রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ যখন হয়,
দুই নখেতে আঁধার চিরি বিজলী যখন জ্বলে ভুবনময় ;
তুফান ছোটে জোর দাপটে, বৃষ্টি পড়ে মেঘের ঝাজর ঝ'রে,
বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়—মুহূর্ত্ত সে রইতে নারে ঘরে।
বিলের জলে টাইটুবানি রোহিত বোয়াল মাছেরা দেয় ফাল,
কই মাগুরের দল সাঁতারে আঁকা বাঁকা ধরি গাঁয়ের খাল ;
এমন সময় বছিরদ্দি এক হাতেতে তীক্ষ্ণ টেটা ধ'রে,
আর এক হাতে মশাল জ্বালি বীর দাপটে ছোটে মাঠের
পরে।

বুড়ীর ভিটায় বেড়াল ডাকে, তাল-তলাতে গলায় দড়ি দিয়ে,
মরেছিল তাঁতীর বধূ,—এ সবে তার কাঁপায় নাক' হিয়ে।

শেওড়া-বনে পেত্নী নাচে, হাজরাতলায় পিশাচে দেয় শীস,
বিলের ধারে আগুন জ্বালি ভূতেরা সব ফির্‌ছে নানান দিশ।
ভয় নাহি তার কারও কাছে, রাতের আঁধার মশাল দিয়ে
ঠেলে,
একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দু'খান ফেলে।
হাতে তাহার তীক্ষ্ণ টেটা, গায়ে তাহার মোষের মত জোর,
চোখ দুটিতে উল্কা জ্বলে যমদূতেরও দেখে লাগে ঘোর।

রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ মারিতে যায়,—
দূর হ'তে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো
ছায়।
বৃষ্টি শীলা মাথায় পড়ে তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত,
র'য়ে র'য়ে বিজলী জ্বলে; ইন্দ্র ডাকে আঁধার করি ক্ষত;
শ্মশান-ঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচ দোলা খায়,
রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।

আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যা বেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাখিছে প্রতি গিঠে গিঠে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেক দিতে ভাঙা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।
আমরা ত ভাবি, ছ'মাসের তরে পঙ্গু সে হ'ল হায়,
ফুটবল-টিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেলায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙা খাটিয়ার 'পরে।

টেবিলের 'পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।
সন্ধ্যা বেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিস্ময়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছোটে বল ল'য়ে।
বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্র করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরও আগে যাও, বাতাসের মত ধাও,
মারো জোরে মারো—গোলের ভেতরে বলেরে ছুড়িয়া
দাও।
গোল—গোল—গোল, চারিদিক হ'তে ওঠে কোলাহল
কল,
জীবনের পণ মরণের পণ সব বাঁধা পায়ে দল।
গোল—গোল—গোল—মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
ভাঙা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা কলরব ক'রে,
ইমদাদ হক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।

মেসের চাকর হয়রাণ হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
বে-ঘুম রাত্র কেটে যায় তার চীৎকার করি ডাকি।
সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা আনন্দে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

---

মাগো আমার পরাণ কাঁদে বুবু-জানের তরে,
আর কতকাল রইবে মা সে ভুলা মিঞার ঘরে।
খেলার ঘরে প'ড়ে আছে রাঙা পুতুলগুলো,
কেউ না তাদের আদর করে সারাটা গায় ধূলো।
তাদের পানে চেয়ে আমার কাঁদে পরাণখানি,
কতরকম ছড়া শুনাই বুকের কাছে টানি।
আমার বুবুর আদর পেয়ে হাসত যারা সুখে,
তারা কি আর মোর আদরে হাসবে রাঙা মুখে ?
ওরা ত মা মাটির পুতুল আমিই কিবা ছার,
একটু ভাল লাগে না আর আদর পেয়ে কার।

বুবুর রোয়া কুমড়া গাছে ফুল ফুটেছে আজ,
বুবুর মোরগ বোল শিখেছে দুলিয়ে পাখার সাজ।
এসব ত মা দেখল না সে, আব্বাকে দাও ব'লে,
এক্ষুণি সে বুবু-জানকে নিয়ে আসুক চ'লে।
আব্বা যেন বুবুর কাছে কানে কানে কয়,
তাহার তরে খুকী বোনটির পরাণ মানে নয়।
এক্ষুণি সে আসে যেন হাওয়ার আগে চ'লে,
মাগো তুমি মুছিয়ে দাও আমার চোখের জলে।

মোর ছোট বোন নুরুন্নাহার সারাটি দিবস জুড়ে,
এখানে ওখানে লুকায়ে ফিরিছে চোখ দু'টি জলে পুরে।
সান করে নাই মাথার চুলেতে খড়-কুটো লেগে আছে,
আড়ালে আড়ালে ঘুরিয়া বেড়ায় ডাকিলে আসে না কাছে।
বাড়ীতে এসেছে বহু মেহমান রান্নাঘরের কাজ,
দ্বিগুণ বেড়েছে, মায়ের মোটেই অবসর নাহি আজ।
পোলাও, কোর্ম্মা, কাবাবের বাসে বাতাস তেলেসমাত,
ছোট ছেলে-মেয়ে হল্লা করিয়া পাতিছে কলার পাত।
নুরুন্নাহার নাহি তার মাঝে এক কোণে ব'সে আছে,
খায় না, নায় না, কথাও কয় না, ডাকিলে আসে না কাছে।
এত সাধাসাধি এত যে আদর কিছু নাহি লয় কানে,
তাহার বালিকা মনে কোন্ ব্যথা—সেই তাহা ভাল জানে।

শিশুর দুঃখ
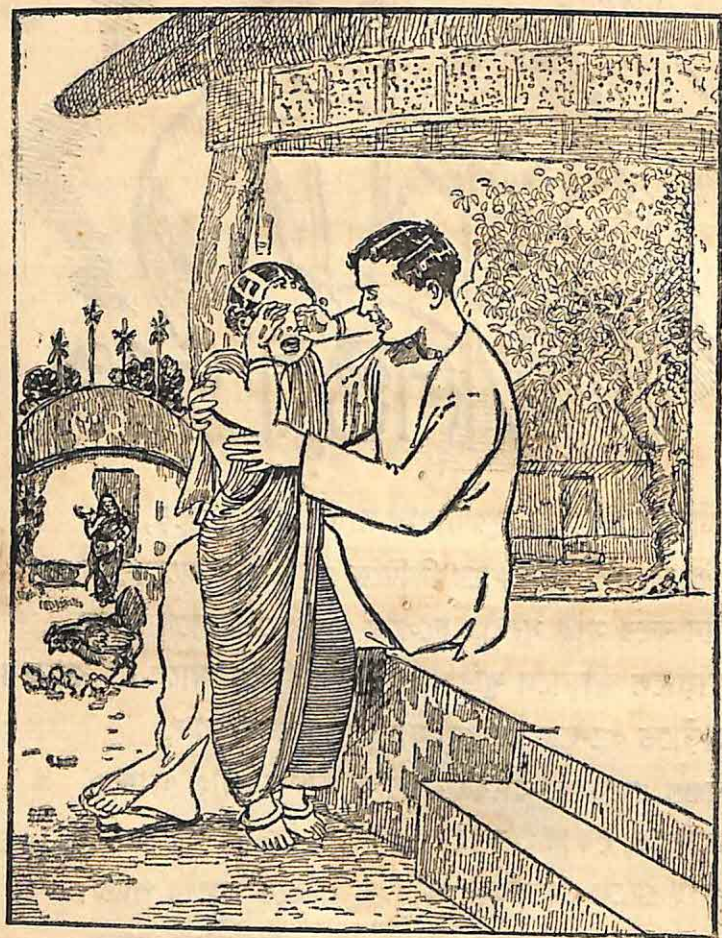
স্নেহেতে তাহারে নিকটে ডাকিয়া হাত বুলাইনু শিরে,
কহিলাম, “বোন কি হয়েছে তোর, বলত আমারে ধীরে।
কেউ কি ব'কেছে ?” আদর করিয়া লইনু নিকটে টানি,
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদিল সে খালি না তুলিয়া মুখখানি।
বহুখন পরে কহিল সে মোরে ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
“জবাই করেছে উহারা আজিকে আমার মোরগটিরে।”

এতটুকু ছিল ছোট সে ছানাটি, নকল জননী হ'য়ে,
বোনটি তাহারে আদর করিত বুকেতে তুলিয়া ল'য়ে।
এখন তাহার রঙীন পাখায় পালকের ঢেউ খেলে,
নাচিয়া চলিতে শিরে রাঙা বোল ডাহিনে ও বামে হেলে।
পায়েতে তাহার ঘুঙুর পরায়ে ছেড়ে দিত আঙিনায়,
শিশুর দলেতে কুতূহল হয়ে ফিরিত সে সব ঠায়।
আজিকে তাহার জবাই হয়েছে, কেউ নাহি ভাবে তারে,
শিশু বোনটির চোখ দু'টি শুধু ভাসিছে অশ্রুধারে।

# রাজপুত্তুর

রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি,
এসো আমার কাছটিতে ভাই রাঙা-স্বপন-পথটি ধরি।—
যেমন ক'রে চাঁদের আলো গড়িয়ে আসে জানলা দিয়ে,
যেমনি আসে রাতের হাওয়া ফোটা ফুলের গন্ধ নিয়ে;
তেমনি তুমি চুপি চুপি কেউ না যেন জানতে পারে,
বসো আমার কাছটি ঘেসে বিছানাটির একটি ধারে!

তোমার সাথে আজকে আমার বলতে হবে অনেক কথা,
জান না ত তোমার তরে কি যে আমার মনের ব্যথা।
তেপান্তরের মাঠটি দিয়ে পক্ষীরাজের পৃষ্ঠে চ'ড়ে,
যখন তুমি উধাও ছোট নাম-না-জানা পথটি ধ'রে;

সারি সারি দালান কোঠা, জন-মানবের নাইক' সাড়া,
রাজবাড়ীতে নাইক' রাজা, সিংহদ্বারে নাই পাহারা ;
থমথমিয়ে বাতাস বহে, দিন যেন সে রাতের পারা,
ডাক ছাড়িলে নিজের ডাকেই ভয়ে পরাণ হয় যে হারা।
সেইখানেতে যখন তুমি দাঁড়িয়ে পথে কাঁদতে থাক,
মন যে তখন কি করে মোর তাহা কেহই বুঝবে নাক'।

রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর—রূপোর খাটে পাও মেলিয়ে,
সোনার খাটে ঘুমোও তুমি শুক-শারিকার গান শুনিয়ে।
গজমোতি হাতীর গলে দোলাও তুমি মুক্তোমালা,
রাঙা মুখের হাসির ছটায় আঁধার ঘরও হয় যে আলা,
দ্বারে তোমার সান্ত্রী-সিপাই ঝন্‌ঝনিয়ে বাজায় অসি,
কত তোমার বিত্তি বেসাত ঠিক পাইনে অঙ্ক কষি।

তবু আমার হয় যে মনে তোমার সাথে আলাপ হ'লে ;
সে যে হ'বে এমন আলাপ জানে না যা আর সকলে।
আমি তোমার কোটাল সখা কিম্বা হ'ব অন্য কিছু,
যেথায় যাবে উড়িয়ে ঘোড়া, ছুটব আমি তোমার পিছু।
রোদের বেলা ঘামবে যখন, উত্তরীয় বিছিয়ে ছায়ে,
গাছের শাখা দুলিয়ে আমি আনব ডেকে শীতল বায়ে।
নল ভাঙিয়া জল খাওয়াব ঘুম পাড়াব বাঁশীর সুরে,
সকালবেলা ঘুম ভাঙাব চোখের পাতায় নেহার পুরে।

রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর—চাঁদ চলেছে বিদায় নিয়ে,
মুখটি তাহার যায় যে দেখা সজনে গাছের আড়াল দিয়ে।
আজও তুমি আসবে না ভাই ? আমার চোখে ঘুম যে নাহি,
রাতের তারা যায় যে চলে আঁধার পথে আলোক বাহি।
সাদা মেঘের নৌকাখানি জ্যোছনা গাঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে,
রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর, চল তুমি আমায় নিয়ে।
কুঁচের বরণ রাজকন্যে, মেঘবরণ চুল যে শিরে,
তোমার তরে দাঁড়িয়ে আছে অজান নদীর একটি তীরে।
চাই যে তাহার মতির মালা, নাগের মাথার চাই যে মণি,
তুমি যদি হুকুম কর আনতে পারি সব এখুনি।
রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর—এস তুমি চুপটি ক'রে,
পাশে আমার মা ঘুমিয়ে বাবা আমার ঘুমিয়ে ঘরে।
মিনি পুশী পাবেই না টের ঝিঁঝি পোকা ডাকছে ভারি,
সোনার বরণ রাজপুত্তুর আর যে ঘরে রইতে নারি।
রাঙা তোমার হাসির ছটা রাঙা মুখে যায় যে ভাসি,
তোমার সোনার গায় মেখেছ সরষে ফুলের রেণুর রাশি।
চাঁদের খাটে ব'সে তুমি দোলাও হেলায় চরণ দু'টি,
আকাশখানি যায় যে ভেসে লক্ষ তারার কুসুম ফুটি।
রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর—আজকে আমার কি হ'ল হায়,
মুখে আমার বান ডেকেছে শুধুই যেন তোমার কথায়!
কতক্ষণে আসবে তুমি ? চোখে লাগে ঘুমের দোলা,
শিয়রে মোর জ্বলছে বাতি, দুয়ারখানি রইল খোলা।

---

চাঁদের বোন উদয়-তারা ফুল তুলতে যায়,
সোনার নূপুর ঝামুর ঝুমুর বাজে রাঙা পায়।
ছুধাল মেঘের পথটি গেছে নীলের পারাবার,
সেখান দিয়ে চলেছে সে চরণ ফেলি তার।
চলেছে ত চলেইছে সে, নীলান্তরের মাঠ
পেরিয়ে গিয়ে ধরলো সে যে তেপান্তরের বাট।
মাঠের শেষে বট বিরিক্ষি, তারি একটি ডালে,
ব'সে আছেন শুক-শারিকা নীম্ সন্ধ্যাকালে।
"কে যায় রে গাছের তলে নূপুর বাজে কা'র ?
কোন্ দেশেতে বসত-বাটী নামটি কিবা তার ?"

"চাঁদের বোন উদয়-তারা ফুল তুলতে যাই,
ফেরার পথে তোমার সাথে বলব কথা ভাই।"
"মিঠে তোমার কথা কন্যে, মিঠে তোমার স্বর,
ফেরার পথে আমায় দিও চম্পা নাগেশ্বর।"

চাঁদের বোন উদয়-তারা চলেই কেবল চলে,
ঘোর কুষ্টি অন্ধকারে মাঠের পথটি দ'লে।
সামনে দেখে উজান নদী একলা খেয়াঘাট,
নাইক' তরী নাইক' মাঝি জনশূন্য বাট।
"কর্ণধার, কর্ণধার, মাঝি কর্ণধার,
ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিয়ে গাঙটি কর পার।"
ডাকের চোটে কর্ণধার উদয় হ'ল ঘাটে,
চাঁদের বোন উদয়-তারা বসলো নায়ের পাটে।
কর্ণধার বলে, "কন্যা! করবো নদী পার,
ফেরার পথে আমায় দিও মন-পবনের দাঁড়।"

উজান নদী পার হইয়া সামনে বালুচর,
সাদা সাদা বকের ছানা খেলছে তাহার পর।
জনমানবের নাইক' সাড়া, শুকনো বালু ল'য়ে,
বাতাস কেবল খেলছে খেলা একলা বিভোর হ'য়ে।
বালুর উপর গড়িয়ে প'ড়ে ছড়ায় বালু গায়,
বালুর আঁচল উড়িয়ে কভু আকাশ-পানে ধায়।

চাঁদের বোন উদয়-তারা চলেই কেবল চলে,
কতদিন যে চলবে এমন কেই বা দিবে ব'লে।
না জানি কোন্ বনের ধারে চম্পানাগের মালা,
বিনি-সূতোয় গেঁথে আজি জাগে সে কোন্ বালা!
কোন্ তটিনীর ঢেউএর পরে মন-পবনের দাঁড়,
উজান সোতে ভেসে ভেসে খোঁজ করিছে কা'র।
কোন্ মালিনীর ফুলের বাগে রাতের নীহার সনে,
বিদেশী এক রাজার কুমার ঘুমোয় ফুলের কোণে।

চাঁদের বোন উদয়-তারা চলেই কেবল চলে,
কোথায় ফোটে চম্পাকলি কে দেবে তায় ব'লে!
জাগবে কি সে রাজার কুমার নূপুর শুনে তার,
চলতে পথে পাবে কি সে মন-পবনের দাঁড়।
হয়তো এ সব পাবেই না সে, হয়তো বা ভুল ক'রে,
পথ ফেলে সে চলেই যাবে আর একটি পথ ধ'রে।
হয়তো সেথা অনেক বিপদ ঘিরবে তারে হায়;
চাঁদের বোন উদয়-তারা তবুও পথে ধায়।
নিকষ-ঘন রাতের আঁধার, আকাশ-প্রদীপ জ্বালি,
একলা পথে চলেছে সে আপন মনে খালি।

কমলালেবুর দেশে থাকে কমলাবতী মেয়ে,
মুখখানি তার অনেক রাঙা কমলালেবুর চেয়ে।
কমলা-খোসার মত তাহার গায়ের বরণখানি,
কমলারঙী শাড়িটি তার বাতাস ফেরে টানি।
গাছের শাখে দোলনা বেঁধে—কমলালেবুর পারা,
পূবের হাওয়ায় দোল খেয়ে সে হয় যে আপন-হারা।
কপালেতে টিপ্ আঁকিয়া কমলা-খোসা ছিঁড়ে,
কমলা গাছের তল দিয়ে যায় পথটি আলোয় ঘিরে।

কমলালেবুর দেশে থাকে কমলাবতী মেয়ে,
কমলাবনের গানখানি সে যায় যে পথে গেয়ে।

বাতাস যখন জড়িয়ে গায়ে কমলাফুলের ঘ্রাণ,
গাছের শাখে ঘুম ঢুলাঢুল এলায় দেহখান,
তখন সে যে ছড়িয়ে দিয়ে দীঘল মাথার চুল,
কোথায় যেন ছুটতে চাহে পথটি ক'রে ভুল।
মিছেই সে যে আঁচলখানি ছড়িয়ে দিয়ে বায়,
ধরতে চাহে কমলাফুলের সুবাস-ভরা বায়।

কমলাফুলের দেশেরে ভাই কমলাবতী মেয়ে,
কমলালেবুর দোলায় দোলে ফুলের মধু খেয়ে।
কমলাফুলের মাখিয়ে রেণু ভোমর তাহার গায়,
কমলাবতী রাজকনেরে ঘুম পাড়িয়ে যায়।
কমলালেবুর স্বপন দেখে' কাটে দীঘল রাতি,
জোনাক পোকা জ্বালিয়ে রাখে শিয়র ঘেসে বাতি।
কমলাফুলের ফোটার সাথে জাগে সকাল বেলা,
দিন কাটে তার কমলাফুলের সঙ্গে করি খেলা।

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা
ফুল তুলতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ী যাই।
মামার বাড়ী পুণ্যিপুকুর
গলায় গলায় জল,
এপার হ'তে ওপার গিয়ে
নাচে ঢেউএর দল।
দিনে সেথা ঘুমিয়ে থাকে
লাল শালুকের ফুল,
রাতের বেলা চাঁদের সনে
হেসে না পায় কূল।

আম-কাঁটালের বনের ধারে
মামা-বাড়ীর ঘর,
আকাশ হ'তে জ্যোছ্‌না-কুসুম
ঝরে মাথার 'পর।

রাতের বেলা জোনাক জ্বলে
বাঁশ-বাগানের ছায়,
শিমুল গাছের শাখায় ব'সে
ভোরের পাখী গায়।

ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়োতে সুখ,
পাকা জামের শাখায় উঠি
রঙীন করি' মুখ।

কাঁদি-ভরা খেজুর গাছে
পাকা খেজুর দোলে,
ছেলে মেয়ে আয় ছুটে যাই
মামার দেশে চ'লে।

তিড়িং বিড়িং ক'রে, ছোট্ট খোকা ঘোরে,
আজকে তারে ধ'রে, দিলেম আদর ক'রে।
কাল আসব ব'লে
দৌড়ে গেল চ'লে ;—
বিজলী হেন জ্ব'লে, কাল আসব ব'লে ;
দৌড়ে গেল চ'লে।

সুড়-সুড়িয়ে যায় তুরতুরিয়ে চায়,
ফুর-ফুরিয়ে পথের ধূলো
উড়ে মৃদুল বায় ;
সুড়-সুড়িয়ে যায়।

কোন্ দেশে তার বাড়ী কোন্ সুদূরের পাড়ি
কোথায় তাহার ঘর,
হয়ত বহুৎ দূরে, ধূসর তেপান্তর ;
সেথায় ছোট ঘরে
হয়ত বসত করে,
রাতের নীহার ঝরে
তাহার মাথার ’পরে,
ময়ূর পাখী রঙিন পাখা দোলায় নিরন্তর
তাহার মাথার ’পর ;
সেথায় তাহার ঘর।

সেদিন বিকেল বেলা করছিলাম যে খেলা,
পুতুল নিয়ে মেলা—
সেদিন বিকেল বেলা।
সেই খোকাটি যায়
উড়িয়ে ধূলি পায় ;
তুরতুরিয়ে চায়,
জিজ্ঞাসিলাম তায়,
কোথায় তোমার বাড়ী, কোন্ সাগরের পাড়ি
মণিমাণিক নাড়ি,
খেল বা কোন্ ঠাঁয় ?
শুধাইলাম তায়।

"নিমতলীর গলি
একটু পায়ে চলি,
কুড়ি নম্বর বলি একতলা যে বাড়ি—
সেথায় আমার ঘর, নয় সাগরের পাড়ি।"
পথের ধূলো নাড়ি
দৌড়ে তাড়াতাড়ি
ছোট্ট খোকা যায়,
পিছন ফিরে চায় ;
অবাক মনে আমি হেথা ভাবছি ব'সে তায়।
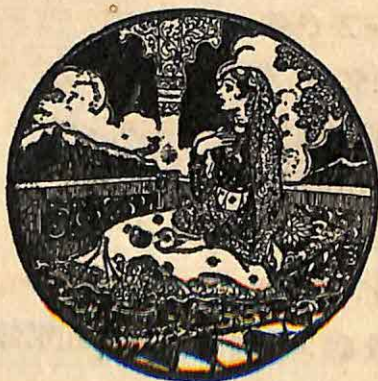
বাপের মায়ের আদরের মেয়ে আট বছরের পরী,
হাতে পায়ে তার আর সারা গায়ে চাঁদ করে গড়াগড়ি।
রাঙা মুখখানি হইতে সদাই হাসিফুল ঝ'রে পড়ে,
সারাটি অঙ্গে হলুদের জল ঢুলিছে লাবণী ভরে।
এমন সোনার পরীরে সেদিন ধরিল দারুণ জ্বরে,
মরণ তাহারে কেড়ে নিল তার মার কোল খালি ক'রে।

পাড়াপড়শীরা কাঁদিতে কাঁদিতে খুঁড়িল কবরখানি,
সোনার অঙ্গ কাফনে জড়ায়ে তাহারে শোয়াল আনি।
মায় কেঁদে কয়, আমার পরী যে ঘুমায়ে পড়েছে হায়,
এখনই জাগিবে কবর দিও না গহন মাটির ছায়।
আহা রে, মায়ের মিথ্যা স্বপন ভেঙে না ভাঙিতে চায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে পরীরে মাটিতে ঢাকিল হায়।

পরীর মায়ের কান্দনে আজ গাছের পাতারা ঝরে,
পরীর বাপের কান্দনে আজ পুকুরের জল নড়ে।
পরীর বুবু যে কান্দন করে, মেহেদী বাটিয়া হায়,
আর সে মেহেদী মাখিয়া দেবে না ছোট বোনটির পায়।
ভাবিসাব তার কান্দন করে লইয়া ছোরমাদানী,
আর সে পাবে না পরীর চোখেতে দিতে কালো রেখা
টানি।

খোপভরি কাঁদে মোরগ-মুরগী, সোনা মুঠীভরে আর
সরু চাল পরী ছড়ায়ে দেবে না তাহাদের খাইবার।
পরীর সাথীরা কান্দন করে লইয়া পুতুলগুলি,
পরী তাহাদের খেলিবার ঘরে আর আসিবে না ভুলি।
সকল কাঁদন ছাপায়ে পরীর মায়ের কাঁদন ওঠে,
নিশ্বাসে তার কবরের মাটি ফাটলে ফাটলে টোটে।

( গ্রাম্য ছড়া পরিবর্ত্তিত )

সিকে নড়ে সিকে নড়ে
তার উপরে পায়রা উড়ে।
আয় পায়রা নাম এসে
লাফা বেগুনটা ধর্ হেসে।
লাফা বেগুন না দুটো মূলো,
ধান বের কর কুলো কুলো।
যে দিবে কুলোর আগে,
তারে খাবে জংলা বাঘে।
যে দিবে ভরা কাঠা,
তার হবে সাত বেটা।
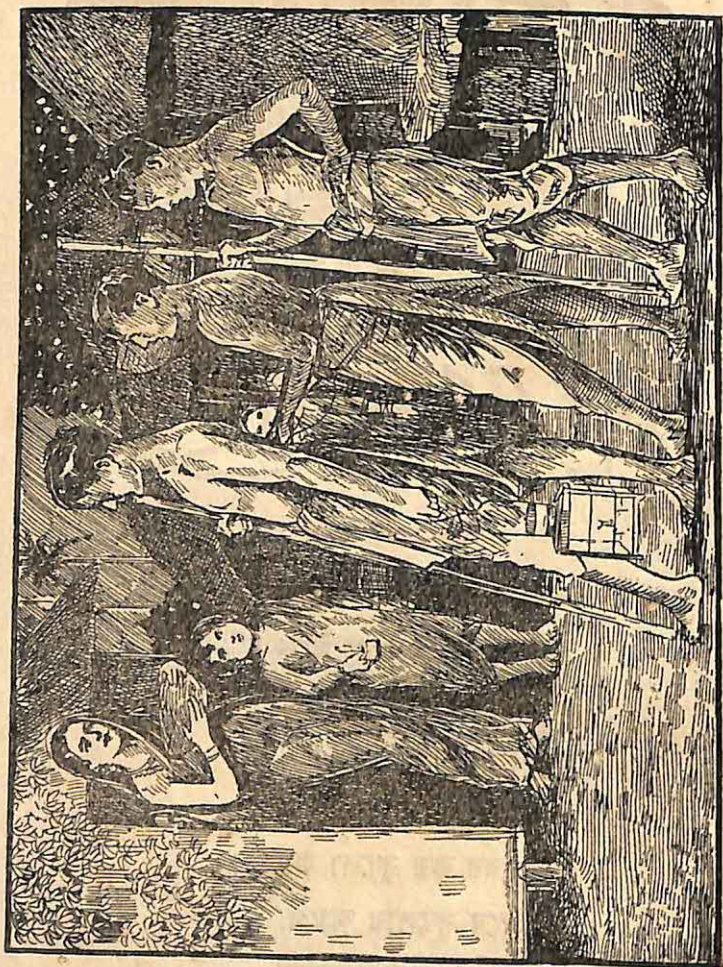
মাঙনের ছড়া

সাত বেটা আঠার নাতি,
বুড়োর কাঁধে ধবল ছাতি।
ধবল ছাতি আন রে,
সোনা বান্ধা থাম রে।
সোনার না রূপার বালা,
ঘরখান বড় দেখতে ভালা,
ঘরখান বড় আঁটুনি,
গিন্নী বড় কাটুনী।
কেন গিন্নী বিরস মন,
আমায় দেবে কত ধন ?
দাও ধন চলিয়া যাই,
আর বাড়ীত পেতে চাই।
আর বাড়ী মথুরা পুর,
আসতে যেতে সমুদ্দুর।

এদেশে, ওদেশে—সে দেশে, কত ছড়া ছাড়িয়ে আছে। তোমার মুখে, আমার মুখে, তার মুখে—কত রঙের বেরঙের ছড়া। কেউ বলে, কেউ বলে না। আবার কেউ বলতেও জানে না।

এব দেশের কথাও এক রকম না। আবার সব দেশের কথাও আমরা বুঝিনে। কত নাম-না-জানা গাঁয়ে তোমাদেরই মত ছোট ছোট খোকা-খুকুরা হাজার রকম ছড়া জানে। সে সব ছড়া যদি তোমরা শুনতে তবে তাদের সাথে নিশ্চয়ই ভাব করতে চাইতে।

আমি অনেক দিন পাড়াগাঁয়ে ছিলুম। সেখানে গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অনেকগুলো ছড়া শিখে এসেছি। তোমরা যেমন বই পড়তে পার, তারা কেউ

বই পড়তে পারে না। তারা ছড়া কেটে কথা বলে। সন্ধ্যা বেলায় মাটির প্রদীপের আড়ালে ব'সে বুড়ো ঠাকুরদা'র কাছে রূপকথা শোনে। আমি তাদের কতকগুলো ছড়া তোমাদের শুনাব।

পাড়াগাঁয়ের একটি ছোট মেয়ের বিয়ে হবে। বাড়ীতে বিয়ের বাজনা বাজছে। মেয়েটি খেলতে খেলতে সে-কথা ভুলে গেছে। তখন তার সাথীরা তাকে যেয়ে বলল—

ঢোল বাজে ঘামুর ঘুমুর সানাই বাজে র'য়ে,
পরের ছেলে নিতে এলো ঢোলে টোকর দিয়ে।

পরের ছেলের সাথে-মেয়েটির বিয়ে হবে। সেখানে ত আর মনের মত ক'রে খেলার ঘর সাজান যাবে না। সেখানে ঘোমটা দিয়ে তাকে লজ্জাবতী বউ সাজতে হবে। তাই মেয়েটি তার সাথীদের বলল, আজকের মত আয় তোদের সাথে শেষ খেলা খেলে যাই।

আয়লো খেলার সই খেলার সাজ নিয়ে,
আর ত খেলব না খেলা পরের ঘরে গিয়ে।

কিন্তু সেই খেলাঘর হ'তে তাকে টেনে নিয়ে গেল গুরুজনেরা। তারপর

আম-কাঁটালের পীঁড়িখানি ঘি মউ মউ করে
তারির উপর বাপ-ভাই কন্যা দান করে।

এই ভাবে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। বরের দেশে যেতে মেয়েটির মন চায় না। কিন্তু বাপ-খুড়ো চোখের জল মুছতে মুছতে তাকে ভিন্‌দেশী বরের দেশে এগিয়ে দিয়ে এল।

খুড়ো যায়রে জ্যেঠা যায়রে বাপ যায়রে হেঁটে,
শিশুকালে হৈল বিয়ে পরাণ যায়রে ফেটে।

খুড়ী জ্যেঠী সবাই কাঁদছে পথের দিকে চেয়ে। সবার কান্নাই মেয়েটি সইতে পারে, কিন্তু মা জননী যে ঘরের দরজা ধ'রে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কাঁদছে, সে কান্না মেয়েটি কেমন ক'রে সইবে ?

খুড়ী কাঁদেন জ্যেঠী কাঁদেন সকল কাঁদেন পর,
মা-জননী কাঁদেন আমার বেলার আড়াইপর।
খুড়ীলো জ্যেঠীলো মাকে নে'যা ঘরে,
মায়ের কাঁদনে আমার পরাণ পাগল করে।

এই ভাবে নিজে কেঁদে, মা-বাপকে কাঁদিয়ে মেয়েটি বিদায় হয়ে গেল।

অচেনা বরের দেশে মেয়েটির নানান কষ্ট। শাশুড়ী-ননদীর অত্যাচার। শাশুড়ী তাকে বেগুন কুটতে বলেছিল। কিন্তু বেগুনে পোকা লেগেছে। মেয়েটি তখন বেতে শাক তুলতে গেল। অচেনা দেশ। অজানা তার রীতি-নীতি ! যেখানে পা বাড়ায় সেইখানেই বিপদ।

এপার ওপার বেতে শাকের ডগা জল্মল্ খেলে,
বেতে শাক তুলতে গেলাম সাপ যে পট মেলে।
সাপের জ্বালায় গেলাম ঘরে ননদ ঠোকর মারে,
ঘরের পিছে গেলাম সেথায় মশা ভন্-ভন্ করে।
মশার জ্বালায় গেলাম ঘাটে কুমীর ভাসান ধরে,
কুমীর দেখে গেলাম নায়ে, নাও টলমল করে !
নৌকা ছেড়ে গেলাম বনে বাঘে যে ডাক ধরে,
বাঘের ভয়ে গেলাম মাঠে কোলা গড়্গড় করে,—
কোলার জ্বালায় গেলাম হাটে, হাট গম-গম করে।

এমনি অবস্থা তার নিত্যি নিত্যি হয়। এত দুঃখে মেয়েটি নদীর জলে ডুবে মরতে গেল।

হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাংস হ'ল দড়ি,
আয় রে নদীর জল ডুব দিয়ে মরি।

নদী দিয়ে কারা যেন নাও বেয়ে যায়। মনে বড় আশা যদি বাপ-ভাইয়ের দেশে খবর পাঠান যায়।

কে যাসরে নৌকা বেয়ে লাল লগিটি দিয়ে;
কে যাসরে নৌকা বেয়ে নীল লগিটি দিয়ে,
আমায় যেন বাপের বাড়ী দাদারা যায় নিয়ে।

সেই নৌকার মাঝিরাই যে তার দাদারা, মেয়েটি তা জানত না। তারা উত্তর করল,—
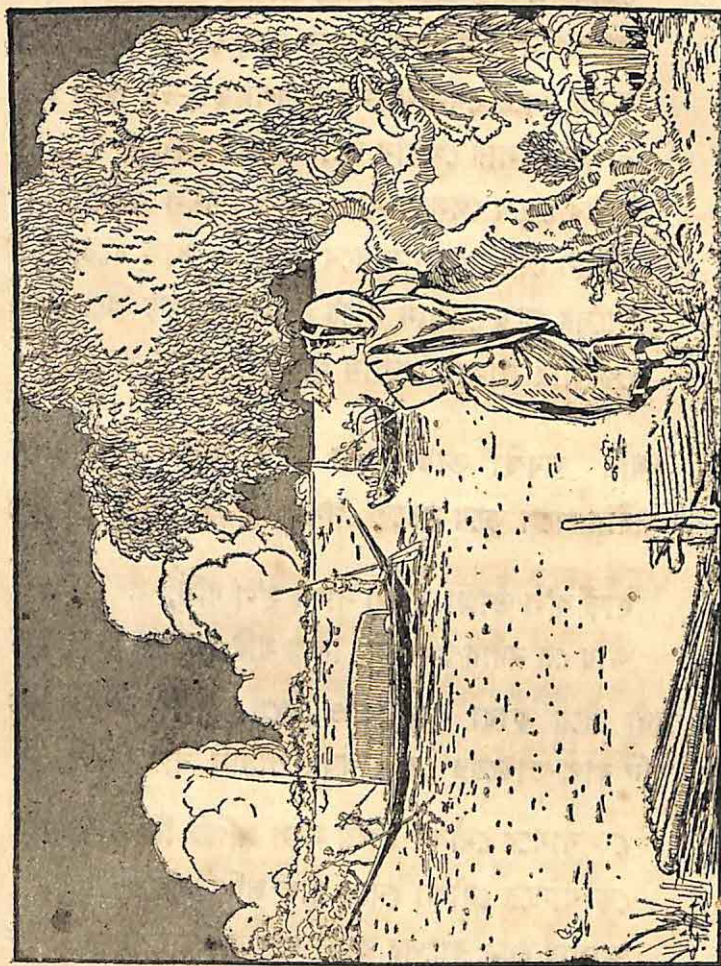
কে যাসরে নৌকা বেয়ে লাল লগিটি দিয়ে

থাকো থাকো বোনটিরে চেয়ে পথের পানে,
নিতে আসব শাটিয়া ধান কাটার অবসানে।
শাটিয়া ধান থোকা থোকা আগায় বসে টিয়ে,
এমন সোনার বোনরে দিছি পরের সাথে বিয়ে।

তখন আকাশে মেঘ এসেছে। বাতাসে নৌকার পালে দোলা দিচ্ছে। মেয়েটির প্রাণ কিছুতেই মানে না।

ওপারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌-ঝম্‌
এপারেতে লঙ্কাগাছ রাঙা টুক-টুক করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।

ভাইদের নৌকা তখন আরো খানিক এগিয়ে গেছে। তারা যেতে যেতে উত্তর করে,—

এমাসটা দেও বোন কাঁদিয়ে কাটিয়ে,
ওমাসেতে নিতে আসব পাল্কীটি সাজিয়ে।

ভাইরা চ'লে গেল। মেয়েটির সকল মন ভ'রে ওঠে কান্নায় :—

"তোরা কে কে যাবি বাপ-মার দেশে।"
কার সাথে যাব, কার সাথে কব
দুঃখের কথা কারে দিয়ে লিখিয়ে পাঠাব।
দুঃখে যেতাম শুধু যেতাম সেও ছিল ভালো,
মনের তাপে গায়ের বরণ হ'য়ে গেল কালো।

তার কেবলই মনে পড়ে
বাপের বাড়ীর জোড় কলসী গলায় গলায় জল,
সেই কলসীর জলের লাগি মন হ'ল চঞ্চল।

আরও মনে পড়ে
বাপের বাড়ীর পুণ্যি পুকুর পদ্মফুলে ঘেরা,
চারধারে তার চম্পাকলি শিমুল গাছের বেড়া।

অনেক দিন পরে ভাইরা এসে তাকে বাপের বাড়ীর দেশে নিয়ে গেল। পাড়াপ্রতিবাসীরা কাছে এসে অবাক। যাকে তারা একদিন রাঙা বধূর বেশে বরের দেশে পাঠিয়েছিল, তার এই কি ছিরি!

অলকমণি রাজার রাণী কি বলিব আর,
অলকমণির কপাল পুড়ে হ'ল ছারখার!
দু-দুটো দাসী দিলুম পায় তেল দিতে,
আম-কাঁটালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথেতে জল খেতে।
রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদায়,
বাতি দিতে রাজ-পুরীতে নাইক' কেহ হায়।

আজ সব দিক দিয়েই মেয়েটির কপাল পুড়েছে। ছোটকালের সেই এত আদরের বাপ-মা আর বেঁচে নেই। খেলার সাথীদের নানান দেশে নানান গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে। এত দরদের ভাইরা এখন পর হ'য়ে গেছে। ভাই-বৌরা

তাকে ঠোকর মেরে কথা কয়। বাপের বাড়ীর উঠোনে ব'সে মেয়েটি কাঁদল। মায়ের জন্যে কাঁদল। বাপের জন্যে কাঁদল। কিন্তু হায়, আজ কেউ এসে তার চোখের জল মুছাল না।

সেই ছেলেবেলাকার খেলা-ঘর আজও প'ড়ে রয়েছে। আগেকার দিনের সব কথা মনে পড়ে! আর ত এপথে সে আসবে না। কা'র আদরের জন্যেই বা আসবে?

তাই বড় অভিমানে সে ফিরে চলেছে। কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না। যাবার পথে মেজো ভাইটির সাথে দেখা। ছেলেবেলায় যে দোলনায় তারা দুলত সেই দোলনায় দুলতে দুলতে মেয়েটি বলল ঃ—

দোল দেরে দোল মেজো ভাই—
লাল শাড়ীখান দাও বাড়ী যাই।
মা যদি থাকৃত,
ডুলি ধ'রে কাঁদত।

আজ ত মা বেঁচে নেই। কে আর দোলার খুটি ধ'রে তার জন্যে কাঁদবে? বড় অভিমানে তাই ভাইকে আবার ব'লে দিল—

এইখানটিতে খেলেছিলাম ভাঁড়-কাটি নিয়ে,
এইখানটি রুধে দিও ময়না-কাঁটা দিয়ে।

---

হাস্থ ব'লে একটি খুকু আজ যে কোথা পালিয়ে গেছে—
না জানি কোন্ অজান দেশে কে তাহারে ভুলিয়ে নেছে।
বন হ'তে সে পালিয়ে গেছে, বনে কাঁদে বনের লতা,
ফুল ফুটে কয় সোনার খুকু ! ছেড়ে গেলি মোদের কোথা ?
বনের ছিল অপ্সরী সে, চলত পথে নূপুর পায়ে,
গাছের শাখা দুলিয়ে পাতা—করত বাতাস তাহার গায়ে।
তাহার শাড়ীর আঁচল লাগি ঝুম্‌কো লতা দুলত বনে,
গাছে গাছে ফুল নাচিত তাহার পদধ্বনির সনে।
বনের পথে ডাকত পাখী, তাদের স্থরের ভঙ্গী ক'রে—
কচি মুখের মিষ্টি ডাকে সারাটি বন ফেলত ভ'রে।
প্রতিধ্বনি তাহার সনে করত খেলা পালিয়ে দূরে,
স্থরে স্থরে খুঁজত সে তায় বনের পথে একলা ঘুরে।

সেই হাস্নু আজ পালিয়ে গেছে, পাখীর ডাকের দোসর
নাহি,
প্রতিধ্বনি আর ফেরে না তাহার সুরের নকল গাহি।

হাস্নু নামের একটি খুকু পালিয়ে গেছে অনেক দূরে,
কেউ জানে না কোথায় গেছে কোন্ বা দেশে কোন্ বা
পুরে।
বাপ জানে না, মা'য় জানে না, কোথায় সে যে পালিয়ে
গেছে,
সেও জানে না, কোন্ সুদূরে কে তাহারে সঙ্গে নেছে।
কোনোখানে কেউ ভাবে না, কেউ কাঁদে না তাহার তরে,
কেউ চাহে না পথের পানে কখন হাস্নু ফিরবে ঘরে।
মা'য় কাঁদে না, বাপ কাঁদে না, ভাই-বোনেরা কাঁদছে না
তার;
খেলার সখী কেউ জানে না, সে কখনও ফিরবে না আর।

ফিরবে না সে ফিরবে না রে, খেলা-ঘরের ছায়ার তলে,
মিলবে না সে আর আসিয়া তার বয়সের শিশুর দলে।
পেয়ারা-ডালে দোলনা খালি, ইঁদুরে তার কাটছে রশি,
চোড়্ুই-ভাতির হাঁড়ির 'পরে কাক দুটি আজ ডাকছে
বসি।

খেলনাগুলি ধূলায় প'ড়ে, হাত-ভাঙা কা'র, পা-ভাঙা কা'র,
ঝুমঝুমিটি বেহাত হ'য়ে বাজছে হাতে যাহার তাহার।

এসব খবর কেউ জানে না, সে জানে না কেমন ক'রে,
কখন যে সে পালিয়ে গেছে তাহার চির জনম তরে।
জানে তাহার পুতুলগুলো অনাদরে ধূলায় লুটায়,
বুকে ক'রে আর না চুমে, পুতুল-খেলার সেই ছোট মা'য়।
মাতৃ-হারা মিনি-বিড়াল কে বা তাহার দুঃখ বুঝে,
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সে তার ছোট মায়ের আঁচল খুঁজে।
খেলা-ঘর আজ পড়ছে ভেঙে, শিশু-কল-তানের সনে,
পুতুল-বধূ আর সাজে না পুতুল-বরের বিয়ের ক'নে।

হাসু নামের সোনার খুকু আজ যে কোথা পালিয়ে গেছে,
সাত-সাগরের অপর পারে কে তাহারে ভুলিয়ে নেছে।
পালিয়ে গেছে সোনার হাসু ;—খেলার সাথী আয় রে ভাই,—
আজের মত শেষ খেলাটি এইখানেতে খেলে যাই।
যেখানটিতে খেলেছিলাম 'ভাঁড়-কাটি' সঙ্গে নিয়ে,
সেইখানটি দে রুধে ভাই ময়না-কাঁটা পুঁতে দিয়ে।